শব্দ প্রমাণ

date:05.08.2021

Course : GE-1

1st Semester

Pranab Kirtunia

Assistant Professor

Department of Philosophy

Bejoy Narayan Mahavidyalaya

West Bengal

শব্দ প্রমাণ

ন্যায় মতে শব্দ হল চতুর্থ প্রমাণ। শব্দের লক্ষণে মহর্ষি গৌতম বলেছেন 'আপ্তোপদেশঃ শব্দ'। অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ হল শব্দ। অন্নংভট্ট বলেছেন 'আপ্তবাক্যং শব্দ' অর্থাৎ আপ্তব্যক্তির বাক্যয় শব্দ। এখানে উল্লেখ্য 'আপ্ত' বলতে কী বোঝায়? 'আপ্ত' শব্দের যিনি সঠিক অর্থ জানেন। কোন বিষয়ে যিনি সঠিক অর্থ জানেন। এবং সেই ব্যক্তির যে শব্দ বা যে বাক্য তাই হলো আপ্তবাক্য।

শব্দ প্রমাণ

কোন ব্যক্তিকে আপ্তব্যক্তি হতে গেলে কিছু দোষ ত্রুটি মুক্ত হতে হবে । ভ্রম, প্রবঞ্চনা , প্রমাদ ইত্যাদি।

অর্থাৎ বস্তু বা বিষয়কে সঠিক অর্থে জানতে হবে এবং যেভাবে বিষয়টিকে জানবে সেই সত্য বিষয়টি তার বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এবং কোন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বিশেষ করে কোন শব্দপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেই ধরনের অঙ্গের বিকলতা থাকলে চলবে না।

শব্দ প্রমাণ

এমন অনেক বিষয় আছে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রত্যক্ষ, অনুমা, উপমান ইত্যাদির মাধ্যমে সম্ভব নয় শব্দের মাধ্যমেই সেই বিষয়গুলো

জানা সম্ভব হয় সেই জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ইত্যাদি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শব্দ প্রমাণকে স্বীকার করতে হয়।

শব্দ প্রমাণ

ন্যায় মতে অর্থবোধক সার্থক পদ সমষ্টি যেগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তারা একত্রে বাক্য গঠন করে। সার্থক পদ বলতে শক্তি বিশিষ্ট পদকে বোঝায় । পদের সঙ্গে অর্থের যে সম্বন্ধ সেটাই হলো শক্তি। আমরা অনেক সময় দেখেছি কোন একটি পদ শুনে তার অর্থকে আমরা স্মরণ করতে পারি । এই কারণেই আমরা ওই পদ শুনে তার অর্থ কে স্মরণ করতে পারি যে ওই পদ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। অর্থ ও পদের সম্বন্ধকে পদশক্তি বলা হয়।

শব্দ প্রমাণ

প্রাচীন নৈয়ায়িকরা পদশক্তিকে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বলেছেন। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকদের মতে পদশক্তি 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' হতে পারে আবার 'মানুষের ইচ্ছাও' হতে পারে।

ন্যায় মতে সমষ্টি সমষ্টির বাক্য হওয়ার জন্য কতগুলি শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন যেমন আকাঙ্ক্ষা , যোগ্যতা, সন্নিদ্ধি ও তাৎপর্য ।

শব্দ প্রমাণ

আকাঙ্ক্ষা : বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে হবে এবং বাক্যে যে পদগুলো ব্যবহৃত হবে সেই পদগুলো পরস্পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে।

শব্দ প্রমাণ

যোগ্যতা : বাক্যে যে পদগুলো ব্যবহৃত হয় সেই পদ গুলোর মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক থাকতে হবে সেই সম্পর্ককে অবিরোধ হতে হবে। অর্থাৎ কোন বিরোধিতা থাকবে না । পদগুলোর মধ্যে অবিরোধ সম্পর্কই হল যোগ্যতা।

শব্দ প্রমাণ

সন্নিদ্ধি: বাক্যে অন্তর্গত যে পদগুলো থাকবে সেই পদগুলো যখন উচ্চারণ করব একটি পদচারণ করার পরে অন্য পদটি তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করতে হবে বা অবিলম্বে উচ্চারণ করতে হবে। পদগুলোর মধ্যে যে পারস্পরিক যে নৈকট্য সেটা অবশ্যই থাকতে হবে। এই পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক নৈকট্যকেই বলা হয় সন্নিদ্ধি ।

শব্দ প্রমাণ

তাৎপর্য : বাক্যে যে পদসমূহ ব্যবহৃত হয় সেই পদসমূহের মাধ্যমে বক্তার অভিপ্রায় অনেক সময় বেরিয়ে আসে অর্থাৎ বাক্যের অর্থ নির্ভর করে বক্তার অভিপ্রায়ের ওপর। অনেক সময় বিশেষ অর্থ প্রকাশ করার জন্য বাক্যে পদ ব্যবহার করেন। এই বিশেষ অর্থকেই পদের তাৎপর্য বলা হয়।

শব্দ প্রমাণ

দৃষ্টার্থক - অদৃষ্টার্থক: বিষয়ভেদে শব্দ দুই প্রকার – একটা হচ্ছে দৃষ্টার্থক এবং অদৃষ্টার্থক শব্দ। অনেক আপ্তবাক্য আছে যেগুলো জাগতিক বিষয় সংক্রান্ত অর্থাৎ জাগতিক বিষয় নিয়ে যে শব্দ সেই শব্দগুলো হচ্ছে দৃষ্টার্থক শব্দ। যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অনেক শব্দ আছে। এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো জাগতিক বিষয়সংক্রান্ত নয় সেগুলো হচ্ছে অদৃষ্টার্থক শব্দ। যেমন জন্মান্তর, মুক্ত, আত্মা , পরমাত্মা ইত্যাদি-- মনীষীদের বাক্য। ।

শব্দ প্রমাণ

লৌকিকঃ বক্তা ভেদে শব্দ আপ্ত ও অনাপ্ত উভই হতে পারে। যেমন বিশ্বস্ত যে সকল ব্যক্তি সেই সকল ব্যক্তির বাক্য হলো আপ্ত। অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানী ব্যক্তির বাক্য একমাত্র আপ্ত। যিনি অনাপ্ত তার তার বাক্য কখনোই শব্দ প্রমাণ হবে না।

শব্দ প্রমাণ

বৈদিক: বেদে যে সকল বাক্য উল্লেখ করা আছে সেগুলো এবং ঋষিদের যে ত্রৈকালিক বাক্য সবগুলোই হচ্ছে বৈদিক শব্দ এবং এগুলোকে অবশ্যই শব্দ প্রমাণ বলা যায় । নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর দ্বারা রচিত । তাই এগুলো অভ্রান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

গ্রন্থসমূহ

ন্যায় দর্শন ফণিভূষণ তর্কবাগীশ – পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ন্যায় বৈশেষিক দর্শন, করুনা ভট্টাচার্য ।

ভারতীয় দর্শন, নীরদবরণ চক্রবর্তী।

ভারতীয় দর্শন, এন মুখার্জি, কলকাত, বাণী প্রকাশন

ভারতীয় দর্শন, সুতপা বসু, কলকাতা, শ্রীধর প্রকাশনী

ভারতীয় দর্শন, সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

শব্দ প্রমাণ

ধন্যবাদ